৬) মৌর্য্য শাসনের প্রকৃতি আলোচনা করো। [বাকিটুকু]

→ মৌর্য্য শাসন ব্যবস্থায় যে স্বৈরাচারী ছিল তার ভিন্ন মত পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উপরিউক্ত স্বৈরাচারী সংক্রান্ত যে মতের সমর্থন পাওয়া যায় তা অনেকাংশেই আংশিক সত্য। তাই এই শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি যে স্বৈরাচারী তা বলা যায় না এবং এই মতের যে সমর্থন পাওয়া যায়, তা যথেষ্ট জোড়ালো। তারা তাদের সমর্থনের পক্ষে যে যুক্তি দেখান তা হল —

রাজা যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধীকারি ছিল না, তারও যে বাধ্যবাধকতা ছিল সে বিষয়ে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী পুরাণপ্রকৃতির কথা বলেন। পুরান প্রচলিত দীর্ঘদিনের আইন-কানুন ও প্রচলিত নিয়মনীতি প্রজাদের স্বার্থের পক্ষেই ছিল। তাই রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বাধা পেত। মৌর্য্য সম্রাটরা তাদের প্রজাদের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থা ছিল পিতৃত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই যাবতীয় যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, তা ছিল জনকল্যাণকামী।

রাজা সৈন্যবাহীনির প্রধান হলেও সেনাপতি নামক কর্মচারী ছিলেন, তিনি তার সাথে পরামর্শ করেই নীতি নির্ধারণ করতেন। মন্ত্রী পরিষদের মতামত গ্রহণ করা রাজার কাছে বাধ্যতামূলক না হলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রধান ও অভীজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চন্দ্রগুপ্তের সময় কৌটিল্যের উপদেশ ও অশোকের সময় রাধাগুপ্ত।

প্রজা ও রাজকর্মচারীদের কার্যকলাপ জানার জন্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময়ের মধ্যে গুপ্তচরদের নিয়োগ অনিবার্য ছিল। সুতরাং, গুপ্তচরের নিয়োগ কোনো শাসন ব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী করে তুলতে পারেনা। মৌর্য্য শাসন ব্যবস্থায় দন্ডবিধির কঠোরতা যেমন ছিল তেমনি বিচার-বিভাগ ছিল দক্ষ ও সততায় প্রশ্নাতীত। অশোকের ব্যবহার সমতা ও দন্ড সমতা বিচার ব্যবস্থাকে আরও ন্যায় পরায়ন করে তুলেছিল।

মৌর্য্য শাসন ব্যবস্থা যে কেন্দ্রীভূত ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব ছিল। যেমন নগর ও গ্রামগুলি ছিল স্বায়ত্তশাসনের অধীকারি। অশোক রজ্জুকদের বিচার ও শাসন

বিষয়ে অনেকটা ক্ষমতা দিয়েছিলেন। সুতরাং শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীকরন ও বিকেন্দ্রীকরণ উভয়ই নীতির সমন্বয়ে মৌর্য্যশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

কোনো শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারী হবে কিনা তা অনেকটাই নির্ভর করে শাসকের মানসিকতার ওপর। আমরা জানি যে, মৌর্য্য রাজাদের শাসন সত্তার বিকাশে অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীন ধর্মীয়শাস্ত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ভূমিকা নিত। লক্ষ্য করলে দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসার উপরিউক্ত আদর্শকে কখোনো উপেক্ষা করেনি। সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পিতৃত্ব বোধ, আদর্শ ছিল প্রজাকল্যাণ।